শেখ হাসিনার রায় নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের প্রতিক্রিয়া

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘোষিত রায়কে "একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত" হিসেবে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন। হাইকমিশনারের মুখপাত্র রাভিনা সামদাসানি বলেন, গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় এই রায় জবাবদিহির নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) দেওয়া এক বিবৃতিতে রাভিনা সামদাসানি জানান, জাতিসংঘ নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী এবং সব পরিস্থিতিতেই এটি অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, "ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রকাশিত জাতিসংঘের অনুসন্ধান প্রতিবেদনের পর থেকেই আমরা বারবার আহ্বান জানিয়ে এসেছি— নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিসহ সকল অপরাধীকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আইনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের জন্য কার্যকর ন্যায়বিচার, প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, জাতিসংঘ বিচার প্রক্রিয়ার সরাসরি অংশ না থাকলেও, আন্তর্জাতিক অপরাধের মামলায় ন্যায়সংগত, স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত বিচার নিশ্চিত করাই তাদের অবস্থান।

মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ সত্য উদঘাটন, ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় পুনর্মিলনের পথে এগিয়ে যাবে। অতীতের লঙ্ঘন পুনরাবৃত্তি রোধে নিরাপত্তা খাতের অর্থবহ ও রূপান্তরমূলক সংস্কার অপরিহার্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে জাতিসংঘ প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি জানান।

এ ছাড়া, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সব পক্ষকে ধৈর্য, সংযম ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন হাইকমিশনার।